"শেখ হাসিনার বারতা
নারী-পুরুষ সমতা"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৩ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.mowca.gov.bd

নং-৩২.০০.০০০০.০২১.১৬..০৩১.১৮ (অংশ-২)- ২৯৭ তারিখঃ ৩০ শ্রাবন, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
১৪ আগষ্ট, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়ঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি নির্দেশনার/হালনাগাদ বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ।

সূত্র : মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের স্মারক নং-০৩.০০.০০০০.০৭৮.০৬.০০১.২০২২-৮৫,তাং-২৫/০৭/২০২২ খ্রি:

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোস্থ পত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির জুলাই/২০২৩ মাসের হালনাগাদ প্রতিবেদন নির্ধারিত 'ছক' অনুযায়ী প্রস্তুতপূর্বক নির্দেশক্রমে সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত : বর্ণনামতে ১১(এগার) ফর্দ।

১৪/০৮/২৩
(মো: আবুল কালাম আজাদ)
সহকারী সচিব (প্র:-৩)
ও
সহকারী কাউন্সিল অফিসার
☎৫৫১০০৪৫৯

সচিব
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
পুরাতন সংসদ ভবন, ঢাকা।

দৃষ্টি আকর্ষণ- পরিচালক-১১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

অনুলিপি :

১। সচিবের একান্ত সচিব,মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়,ঢাকা।
২। সহকারী সচিব (সমন্বয়), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩। সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার, আইসিটি শাখা, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা। (ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতিসমূহ :

ক্রম	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি (শিরোনাম/বিষয়/ তারিখ ও স্থান)	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা (শিরোনাম/বিষয়/ তারিখ ও স্থান)	প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতি	প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতিরশতকরা হার	এখনও বাস্তবায়ন হয়নি এরুপ প্রতিশ্রুতি/ নির্দেশনার সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	ঠাকুরগাঁও জেলায় কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল স্থাপন। ঠাকুরগাঁও জেলা সফরকালে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ২৯ মার্চ, ২০১৮	-	ক) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক ১ম পর্যায়ে ঠাকুরগাঁও, নড়াইল, দিনাজপুর, সিরাজগঞ্জ, ফেনী, মানিকগঞ্জ, জেলায় মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এর ৬তলা কমপ্লেক্স নির্মাণের লক্ষ্যে 'জেলা পর্যায়ে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কমপ্লেক্স নির্মাণ (১ম পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। খ) উক্ত কমপ্লেক্সে ৫০ জন বোর্ডারের সুবিধা সম্বলিত কর্মজীবি মহিলা হোষ্টেলের সংস্থান রয়েছে। গ) পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, পরিকল্পনা কমিশনের মতামত এবং নতুন ছক অনুযায়ী ডিপিপি সংশোধনপূর্বক গত ০৭/১২/২০২২ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। ১২/০৬/২০২৩ তারিখে ২য় পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়।			চলমান
২.	বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে সরকারি অফিসমূহে পর্যায়ক্রমে ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন নবম জাতীয় সংসদ-২০০৯ ২৫ নভেম্বর, ২০০৯	-	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়াধীন পরিচালন বাজেট ও উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ৬৩ টি, জাতীয় মহিলা সংস্থার ১টি এবং বাংলাদেশ শিশু একাডেমির ১টি সহ সর্বমোট ৬৫টি ডে-কেয়ার সেন্টারের কার্যক্রম চালু রয়েছে। দেশের বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে সরকারী	-	-	চলমান

			অফিসে নিম্নোক্ত ২০টি ডে-কেয়ার সেন্টার চালু রয়েছে :- ১. বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। ২. মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এর প্রধান কার্যালয় ভবন, ঢাকা। ৩. প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা (প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সংলগ্ন সরকারী ভবনে) ৪. পরিকল্পনা কমিশন, ঢাকা, ৫. রাজারবাগ পুলিশ লাইনস, ঢাকা ৬.হিসাব ভবন, এজিবি, সেগুনবাগিচা, ঢাকা, ৭.উপপরিচালকের কার্যালয়, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ১/৬, এ, ব্লক- বি, লালমাটিয়া, মোহাম্মদপুর, ঢাকা ৮. উপপরিচালকের কার্যালয়, ৫, শেরে বাংলা রোড, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, খুলনা। ৯. শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়। ১০. শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন। ১১. শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, ভূমি ভবন। ১২. শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, সড়ক ভবন। ১৩. শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, মতিঝিল (বিসিআইসি ভবন-২)। ১৪. শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, আশুলিয়া, গার্মেন্টস কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল (২য় তলা) খেজুর বাগান, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা। ১৫. শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, গোপালগঞ্জ, গোপালগঞ্জ শিশু একাডেমী ভবন (৩য় তলা) শিশুভবন, গোপালগঞ্জ। ১৬. জাতীয় মহিলা সংস্থার প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। ১৭. বাংলাদেশ শিশু একাডেমির প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। ১৮. স্পেশাল ব্রাঞ্চ, বাংলাদেশ পুলিশ (৩য় তলা), মালিবাগ। ১৯. গাজীপুর বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট। ২০. পানি ভবন, কাঁঠালবাগান।			

			* মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের রাজস্ব বাজেটের আওতায় ১৮টি জেলায় বেসরকারি ভবনে ভাড়া বাড়ীতে ৩৫টি ডে-কেয়ার সেন্টার চালু রয়েছে। * ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের আওতায় ১০টি জেলায় বেসরকারি ভবনে ভাড়া বাড়ীতে ১০টি ডে-কেয়ার সেন্টার পরিচালিত হচ্ছে। তন্মধ্যে ০৩টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র সরকারি ভবনে স্থানান্তরের বিষয়ে প্রস্তাবনা রয়েছে। যথাক্রমেঃ ১। ধানমন্ডি – জয়িতা টাওয়ার (প্রস্তাবিত)। ২। রায়েরবাজার - বাংলাদেশ শিশু একাডেমী (প্রস্তাবিত)। ৩। ভোলার ডে-কেয়ার সেন্টারটি স্থানান্তরের প্রস্তাবনা- সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা (প্রস্তাবিত)। **ক) "খুলনা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম বিভাগীয় জেলা শহর এবং গোপালগঞ্জ জেলায় নারী উন্নয়ন কমপ্লেক্স নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পঃ** এর মাধ্যমে বর্ণিত জেলা শহরে কমপ্লেক্স ভবন নির্মিত হবে। এ ভবনে ৭৫জন শিশুর সুবিধা সম্বলিত ডে-কেয়ার সেন্টারের সংস্থান রয়েছে। পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এবং পরিকল্পনা কমিশনের সেক্টরের চাহিদার প্রেক্ষিতে গত ০৭/১২/২০২২ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। গত ১৩/০৬/২০২৩ তারিখে ২য় পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। খ) **'জেলা পর্যায়ে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কমপ্লেক্স নির্মাণ (১ম পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্পঃ** এর মাধ্যমে ঠাকুরগাঁও, নড়াইল, দিনাজপুর, সিরাজগঞ্জ, ফেনী, মানিকগঞ্জ, জেলায় মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এর ৬তলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ করা হবে। উক্ত কমপ্লেক্সে ৫০ জন (জেলা পর্যায়ে) শিশুর সুবিধা সম্বলিত ডে-কেয়ার সেন্টারের সংস্থান রয়েছে। গত ০৭/১২/২০২২ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা			

			হয়েছে। গত ১২/০৬/২০২৩ তারিখে ২য় পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। গ) **৬০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন (Establishment of 60 Child Daycare Center)** প্রকল্পটি বর্তমানে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এবং জাতীয় মহিলা সংস্থার যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়ন হবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক, জাতীয় মহিলা সংস্থার সভাপতিত্বে গত ১৬/১১/২০২২ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়। গত ৩০/০১/২০২৩ তারিখে '৬০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পটির পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে পাওয়া গেছে। গত ২৮/০২/২০২৩ তারিখে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গত ০৮/০৬/২০২৩ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। ঘ) দেশের সকল বিভাগীয় শহর ও জেলা পর্যায়ের সরকারি অফিসসমূহে পর্যায়ক্রমে ডে-কেয়ার সেন্টার চালুর পরিকল্পনা রয়েছে।			

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
প্রশাসন-৩ শাখা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে প্রদত্ত নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতির হালনাগাদ তথ্য:

নির্দেশনা প্রদানের স্থান ও তারিখঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ১০ জুলাই ২০১৪

ক্রম	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতির তথ্য
১.	যে সকল মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ ছোট, বৃহৎ পরিসরে সভা অনুষ্ঠানের জন্য সে সকল মন্ত্রণালয় অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের বৃহৎ সভাকক্ষ ব্যবহার করতে পারে।	নির্দেশনাটি বাস্তবায়িত। নির্দেশনা অনুযায়ী সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে সভা কক্ষ ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়া এ বিষয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ের ১৫ জানুয়ারি, ২০১৫ তারিখের পত্র নং-১৫.০০.০০০০.০১৪.১৮.০৩১.১৩.৮১/১(৫) মোতাবেক চাহিদার ভিত্তিতে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষ ব্যবহারের অনুমতি পাওয়া গিয়েছে।
২.	দরিদ্র মহিলাদের খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচির (ভিজিডি) আওতায় চাউল/ আটা সুষ্ঠুভাবে বিতরণের সুবিধার্থে ৫০ কেজি বস্তার পরিবর্তে ৩০ কেজি পরিমাপের বস্তা তৈরীর জন্য খাদ্য মন্ত্রণালয়-কে অনুরোধ করতে হবে।	নির্দেশনাটি বাস্তবায়িত। গত ১০/০৭/২০১৪ খ্রি: তারিখের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ০৫/০৮/২০১৫ তারিখে খাদ্য অধিদপ্তর হতে ভিজিডি কর্মসূচি খাতে বরাদ্দকৃত চাল ৩০ কেজি পরিমাপের বস্তায় সরবরাহকরণের নির্দেশনা প্রদান করে মাঠ পর্যায়ে পত্র দেয়া হয়। নির্দেশনামতে ৩০ কেজি পরিমাপের বস্তায় চাল সরবরাহ অব্যাহত আছে।
৩.	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিজস্ব উদ্যোগে গোপালগঞ্জ জেলায় প্রতিষ্ঠিত শিশু আশ্রয় কেন্দ্রটি মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ও শিশু একাডেমীর কর্মসূচিতে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।	নির্দেশনাটি বাস্তবায়িত। গোপালগঞ্জ জেলাস্থ 'শেখ রাসেল দু:স্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র'টি সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এর ১১ এপ্রিল, ২০১৬ তারিখের পত্র নং-০৩.৩২.০০০০.০৭৮.৪৮.০১১.১৬.৮১(২) এর মাধ্যমে জানানো হয়েছে যে, কেন্দ্রটি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রনাধীনে থাকবে মর্মে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুমোদন রয়েছে
৪.	শিশুদের উন্নয়নের জন্য ঢাকা শহরের ভাসমান পথশিশুদের জরিপ করে একটি তালিকা প্রস্তুত করতে হবে।	নির্দেশনাটি বাস্তবায়িত। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক জরিপ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। খসড়া প্রতিবেদন ইতিমধ্যে প্রস্তুত করা হয়েছে। চূড়ান্ত প্রতিবেদন অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।
৫.	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ৩টি প্রকল্প যথা- ১) কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল (চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা ও যশোর), ২) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সদর	নির্দেশনাটি চলমান।

	দপ্তরের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং সদর দপ্তরের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র শক্তিশালীকরণ ও জেলা পর্যায়ে ৫টি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ইউনিট স্থাপন প্রকল্প, ৩) ভিজিডি-ইউপি প্রকল্পের বাদপড়া জনবল রাজস্বখাতে স্থানান্তরের প্রস্তাব পুনরায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	১) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের 'কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল (চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা ও যশোর)' প্রকল্পের জনবল রাজস্বখাতে স্থানান্তরের প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের প্রেক্ষিতে গত ০৫/০৬/২০১৮ তারিখের ১৫৮ নং পত্রে নিম্নরূপ ঘাটতির কথা উল্লেখ করে প্রস্তাবটি ফেরত দেয়: ক) পদসমূহের জন্য প্রস্তাবিত খসড়া নিয়োগবিধিতে সচিব মহোদয়ের স্বাক্ষর নেই। খ) চেকলিস্টের ১৫ নং কলামের চাহিদা অনুযায়ী কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলগুলো এবং কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কর্মপরিকল্পনা পাওয়া যায়নি। গ) অধিদপ্তরের শূণ্য পদের বিবরণ পাওয়া যায়নি। (পদ সৃজনের চেকলিস্টের ১৬ নং কলামের চাহিদা অনুযায়ী)। এ সকল চাহিদা পূরণ করে পরিচ্ছন্ন খসড়া নিয়োগ বিধিসহ স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রস্তাব প্রেরণের জন্য মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরকে গত ২০/০৬/২০১৮ তারিখে স্মারক নং ৩২.০১.০০০০.০৫৬.১৫.০০৬.১১-১৫১ এর মাধ্যমে অনুরোধ করা হয়েছে। গত ২৪/০৩/২০১৯ তারিখে স্মারক নং ৩২.০০.০০০০.০৫৬.১৫.০০৬.১১-৬৭ এর মাধ্যমে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের গত ২৬/১১/২০২০ তারিখের ৩২.০১.০০০০.০০১.১৫.৮৪৫.২০(১)-৭০৮ নং স্মারকে তথ্য প্রেরণ করা হয়। কিন্তু প্রেরিত তথ্যে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সমূহের কর্মপরিকল্পনা না থাকায় গত ১৭/০১/২০২১ তারিখের ৩২.০০.০০০০.০৫৬.১৫.০০৬.১১-১৯ নং স্মারকে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের কর্মপরিকল্পনাসহ স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রস্তাব প্রেরণের অনুরোধ জানানো হয়। ০৪/০৪/২০২৩ ইং তারিখে ৩২.০১.০০০০.০০১.১৫.৮৪.২০(অংশ-১)-১১১৯ স্মারকের মাধ্যমে ৩টি প্রকল্পের মধ্যে কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল (খুলনা, রাজশাহী, যশোর ও চট্টগ্রাম) এর কার্যক্রমসহ জনবলের ৬৭ টি পদ রাজস্বখাতে স্থানান্তর প্রসঙ্গে অধিদপ্তর হতে প্রস্তাব পাওয়া সাপেক্ষে গত ১৫/০৫/২০২৩ তারিখ ৩২.০০.০০০০.০২৯.১৫.০৫.২৩.২১৭ নং স্মারকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ২। 'মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সদর দপ্তরের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং সদর দপ্তরের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র শক্তিশালীকরণ ও জেলা পর্যায়ে ৫টি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ইউনিট স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্ত প্রকল্পের জনবল রাজস্বখাতে Absorb করার বিষয়ে মহামান্য আদালতের রায় এ প্রেক্ষিতে আইন ও বিচার বিভাগের মতামত চাওয়া হলে নিম্নরূপ মতামত পাওয়া যায়: "উল্লিখিত রিট পিটিশন নং-১৮৩৭২/২০১৭ কোন চলমান মামলা নয়। বরং সিভিল আপীল মামলাটির রায় প্রচারের অনেক পূর্বেই রিট পিটিশন নং-১৮৩৭২/২০১৭ ও সিপিএলএ নং ৩৬৩০/২০১৭ এর রায় প্রচারিত হয় এবং সরকারের পক্ষে আইন প্রক্রিয়া সর্বোচ্চ সমাপ্ত হয়েছে এবং সরকারের বিপক্ষে রায় ঘোষিত হয়। বর্ণিত কারণসমূহের আলোকে সিভিল আপীল নং ৪৬০/২০১৭ এর বিগত ০২/০৭/২০১৯ খ্রি. তারিখের রায় ও রায়ের পর্যবেক্ষণসমূহ কিংবা এ আদলে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে বিগত ০৩/০৩/২০২০ তারিখের জারীকৃত

		পরিপত্র মহিলা ও শিশু বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত ও সমাপ্ত কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র শক্তিশালীকরণ ও জেলা পর্যায়ে কম্পিউটার ইউনিট শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর চাকরি উন্নয়ন প্রকল্প হতে রাজস্বখাতে স্থানান্তরের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সমীচীন হবে না। এমতাবস্থায়, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্টের মাননীয় হাইকোর্টে দায়েরকৃত রিট পিটিশন নং ১৮৩৭২/২০১৭ এর রায়ের পর্যবেক্ষনসমূহ এবং একই বিষয়ে মাননীয় আপীল বিভাগে দায়েরকৃত সিভিল রিভিউ পিটিশন নং-৩৬৩০/২০১৮ এর সংশোধিত রায়ের নির্দেশনাসমূহ অনুসরণপূর্বক মতামত প্রত্যাশী মন্ত্রণালয় রিট পিটিশনার ১৪ (চৌদ্দ) জন কর্মচারীকে (চাকুরীর ধারাবাহিকতা ও অন্যান্য সুবিধাদি ব্যতিরেকে) রাজস্বখাতে স্থানান্তকরণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।” অত:পর এ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত মতামতের প্রেক্ষিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর হতে প্রস্তাব পাওয়া গেছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং আইন ও বিচার বিভাগের মতামত অনুযায়ী মহামান্য আদালতের রায় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জনবল রাজস্বখাতে Absorb/আত্মীকরণের প্রক্রিয়া চলমান। ৩। ভিজিডি-ইউপি প্রকল্পটি ৩১ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে সমাপ্ত হয়। সমাপ্ত প্রকল্পটির কোন কার্যক্রম, স্থায়ী/অস্থায়ী কোন স্থাপনা নাই এবং জনবল কর্মরত নাই বিধায় রাজস্বখাতে প্রকল্পটির পদ সৃজনের প্রস্তাব করা হয় নাই।
৬.	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত ১৩টি প্রকল্পের এস.আর.ও জারীকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	নির্দেশনাটি বাস্তবায়িত। ক) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত ১৩টি প্রকল্পের এস.আর.ও জারীর বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় গত ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে এস.আরও নং ২৮২ মোতাবেক ১২টি প্রকল্পের অনুকূলে এস.আর.ও জারী করে এবং খ) ‘গ্রামীণ মহিলা উন্নয়ন’ শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পটি ১৯৯৭ সাল এর পূর্বে শুরু হয়। প্রকল্পটি জুলাই ১৯৯৪ থেকে শুরু হয়ে ৩০জুন ২০০৯ মেয়াদে সম্পন্ন হয়। ফলে ইতোমধ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১১ তারিখের পত্র নং ০৭.১০৯.০২০.০৩.৩০.০১১.২০১০-৪২ মোতাবেক প্রকল্পটি রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত হয়েছে।
৭.	মহিলা উদ্যোক্তাদের পণ্য বিপণনের জন্য গঠিত জয়িতার অনুকূলে বরাদ্দপ্রাপ্ত ধানমন্ডিস্থ বাড়িটির দখল হস্তান্তর ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে সংশ্লিষ্ট শাখা হতে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	নির্দেশনাটি বাস্তবায়িত। ক) মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্য বিপণনের জন্য গঠিত ‘জয়িতার’ নামে বরাদ্দকৃত ধানমন্ডিস্থ ৪০৫/বি (পুরাতন) ২০/এ (নতুন) সড়ক নং-২৭ (পুরাতন) ১৬ (নতুন) ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকাস্থ বাড়িটির দখলভার গত ০৯/০৬/২০১৫ তারিখে জয়িতা ফাউন্ডেশন অনুকূলে হস্তান্তর করা হয়েছে।

		খ) বর্ণিত ভূমিতে জয়িতা টাওয়ার নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ১৫৪.০০ কোটি টাকা।
৮.	বাংলাদেশ সচিবালয়ে অবস্থিত শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের সম্প্রসারণ ও অন্যান্য ভৌত সুবিধাদি বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে পত্র লিখতে হবে।	নির্দেশনাটি বাস্তবায়িত। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক সচিবালয় ডে-কেয়ার সেন্টারটি সংস্কার/পুণ: নির্মাণের জন্য গণপূর্ত বিভাগ সচিবালয়, ঢাকাকে পত্র দেওয়া হয়েছে। পত্র নং-৩২.০১.০০০০.০০৭.০৭.০৮৭.১৪-২৩৯১ তারিখ: ০৪/০৯/২০১৪ইং। পত্র মোতাবেক গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক ১) বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ১০নং ভবনের ডে-কেয়ার সেন্টারের এস এস গ্রীলের একটি দৃষ্টিনন্দন গেইট নির্মাণ করা হয়েছে। ২) ডে-কেয়ার সেন্টারের সামনের আংগিনায় রঙ্গিন টিন সেড নির্মাণ এবং পূর্ব ও উত্তর দিকে বাউন্ডারী দেওয়াল নির্মাণ করা হয়েছে। ৩) ডে-কেয়ার সেন্টারের ভিতরের কক্ষে, বারান্দা, বাথরুমের মেঝে এবং দেওয়ালে টাইলসসহ বেসিন, কমোড, স্যানিটারি ফিটিংস, দরজা পরিবর্তন ও পুনরায় রং করা হয়েছে । ৪) ডে-কেয়ার সেন্টারের বাইরে রং করা হয়েছে এবং ১টি পানির ফিল্টার সরবরাহ করা হয়েছে।
৯.	পার্বত্য তিনটি জেলার যে কোন একটি জেলায় জয়িতা-র শাখা খুলতে হবে।.	নির্দেশনাটি বাস্তবায়িত। বান্দরবান জেলার সদর উপজেলায় মেঘলা পর্যটন এলাকার মেঘলা, পুরাতন কি.বি.রোড এ ৩১৩ নং বান্দরবান মৌজার (১১৬৩ নং হোল্ডিং এর ১৭৭৬ দাগের ০.২০ শতক) একর বন্দোবস্ত প্রাপ্ত জমিতে "নিবন্ধনকৃত মহিলা সমিতিভিত্তিক ব্যতিক্রমি ব্যবসায়ী উদ্যোগ (জয়িতা বান্দরবান) শীর্ষক কর্মসূচি"র আওতায় বিপণি কেন্দ্রের নির্মাণ করা হয়। বিপণি কেন্দ্রটি ০৬ তলা ভিত্তি প্রস্তরের উপরের ৫ম তলা বিশিষ্ট ভবনের ৪র্থ তলা পর্যন্ত আংশিক নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বিপণি কেন্দ্রের মোট এরিয়া ২৬,৪১০.৬৭ বর্গফুট। **জয়িতা বান্দরবান প্রকল্পের বর্তমান চলমান কার্যক্রমঃ** ১. জেলাধীন মোট ১৬ টির মধ্যে ২২টি দোকান বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে ০৮টি সমিতি এককালীন জামানত ২৫,০০০/- টাকা জমা দিয়ে চাবি বুঝে নিয়েছে। ২. স্থানীয় ব্যবস্থাপনায় একজন নিরাপত্তা প্রহরী নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ৩. জেলা প্রশাসন ও বান্দরবান জেলা পরিষদ এর সহযোগিতায় বিপণি কেন্দ্রে পানি সরবরাহ লাইন স্থাপন করা হয়েছে। স্থানীয় কমিটির মাধ্যমে দোকান বরাদ্দ, বিপণীকেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জন্য অনুমোদিত নীতিমালা বিতরণ করা হয়েছে ।

১০.	সিসিমপুর শীর্ষক শিশুতোষ চলচ্চিত্রটি বাংলাদেশ টেলিভিশনে নিয়মিত প্রচারের ব্যবস্থা নিতে হবে।	নির্দেশনাটি বাস্তবায়িত। ক) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে শিশুদের জন্য শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান "সিসিমপুর' বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচারিত হচ্ছে এবং এর সম্প্রচার ব্যয় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতি অর্থ বছরের বাজেটে ৩২১১১২৫ (প্রচার ও বিজ্ঞাপন) কোড হতে নির্বাহ করা হচ্ছে। শিশুতোষ শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান "সিসিমপুর" সম্প্রচারের জন্য বিগত ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, বাংলাদেশ টেলিভিশন ও সিসেমি ওয়ার্কশপ, বাংলাদেশ এর মধ্যে ০৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদে একটি ত্রিপক্ষীয় সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। খ) চুক্তি অনুসারে 'সিসিমপুর' সপ্তাহে রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বাংলাদেশ টেলিভিশনে অফ পিক সময় বিকাল ০৫:১০ মিনিটে এবং শুক্রবার ও শনিবার সকাল ১০:১০ মিনিটে প্রচারিত হচ্ছে। এছাড়া উক্ত সম্প্রচারকালীন বাংলাদেশ টেলিভিশনের ০১ মিনিট ৩০ সেকেন্ড ফ্রি বিজ্ঞাপন সময়ে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মন্ত্রণালয়াধীন দপ্তর/সংস্থা/প্রকল্পসমূহের শিশু ও নারীদের সামগ্রিক উন্নয়ন সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন/সিসিমপুর অনুষ্ঠানের প্রমোশনাল বিজ্ঞাপন প্রচার করা হচ্ছে।
১১	প্রতিটি সরকারি প্রতিষ্ঠান, বহুজাতিক কোম্পানী, ব্যাংক, গার্মেন্টস ইত্যাদিতে নিজ উদ্যোগে ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন করতে হবে এবং অন্য ক্ষেত্রে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান জায়গা প্রদানে সম্মত হলে সেখানে সরকারি সহায়তা ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন করতে হবে। তারিখ: ২৮/০৬/২০১৬খ্রি.	নির্দেশনাটি বাস্তবায়িত। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়াধীন পরিচালন বাজেট ও উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ৬৩ টি, জাতীয় মহিলা সংস্থার ১টি এবং বাংলাদেশ শিশু একাডেমির ১টি সহ সর্বমোট ৬৫টি ডে-কেয়ার সেন্টারের কার্যক্রম চালু রয়েছে। তন্মধ্যে দেশের বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে সরকারী অফিসে নিম্নোক্ত ২০টি ডে-কেয়ার সেন্টার চালু রয়েছে:- ১. বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। ২. মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এর প্রধান কার্যালয় ভবন, ঢাকা। ৩. প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা (প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সংলগ্ন সরকারী ভবনে) ৪. পরিকল্পনা কমিশন, ঢাকা, ৫. রাজারবাগ পুলিশ লাইনস, ঢাকা ৬.হিসাব ভবন, এজিবি, সেগুনবাগিচা, ঢাকা, ৭.উপপরিচালকের কার্যালয়, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ১/৬, এ, ব্লক- বি, লালমাটিয়া, মোহাম্মদপুর; ঢাকা ৮. উপপরিচালকের কার্যালয়, ৫, শেরে বাংলা রোড, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, খুলনা। ৯. শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়। ১০. শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন। ১১. শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, ভূমি ভবন। ১২. শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, সড়ক ভবন।

১৩. শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, মতিঝিল (বিসিআইসি ভবন-২)।
১৪. শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, আশুলিয়া, গার্মেন্টস কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল (২য় তলা) খেজুর বাগান, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা।
১৫. শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, গোপালগঞ্জ, গোপালগঞ্জ শিশু একাডেমী ভবন (৩য় তলা) শিশুভবন, গোপালগঞ্জ।
১৬. জাতীয় মহিলা সংস্থার প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
১৭. বাংলাদেশ শিশু একাডেমির প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
১৮. স্পেশাল ব্রাঞ্চ, বাংলাদেশ পুলিশ (৩য় তলা), মালিবাগ।
১৯. গাজীপুর বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট।
২০. পানি ভবন, কাঁঠালবাগান।

* মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের রাজস্ব বাজেটের আওতায় ১৮টি জেলায় বেসরকারি ভবনে ভাড়া বাড়ীতে ৩৫টি ডে-কেয়ার সেন্টার চালু রয়েছে।

* ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের আওতায় ১০টি জেলায় বেসরকারি ভবনে ভাড়া বাড়ীতে ১০টি ডে-কেয়ার সেন্টার পরিচালিত হচ্ছে। তন্মধ্যে ০৩টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র সরকারি ভবনে স্থানান্তরের বিষয়ে প্রস্তাবনা রয়েছে। যথাক্রমেঃ

১। ধানমন্ডি – জয়িতা টাওয়ার (প্রস্তাবিত)।
২। রায়েরবাজার - বাংলাদেশ শিশু একাডেমী (প্রস্তাবিত)।
৩। ভোলার ডে-কেয়ার সেন্টারটি স্থানান্তরের প্রস্তাবনা- সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা (প্রস্তাবিত)।

ক) "খুলনা, রাজশাহী, চট্রগ্রাম বিভাগীয় জেলা শহর এবং গোপালগঞ্জ জেলায় নারী উন্নয়ন কমপ্লেক্স নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পঃ এর মাধ্যমে বর্ণিত জেলা শহরে কমপ্লেক্স ভবন নির্মিত হবে। এ ভবনে ৭৫জন শিশুর সুবিধা সম্বলিত ডে-কেয়ার সেন্টারের সংস্থান রয়েছে। পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এবং পরিকল্পনা কমিশনের সেক্টরের চাহিদার প্রেক্ষিতে গত ০৭/১২/২০২২ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। গত ১৩/০৬/২০২৩ তারিখে ২য় পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

খ) **'জেলা পর্যায়ে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কমপ্লেক্স নির্মাণ (১ম পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্পঃ** এর মাধ্যমে ঠাকুরগাঁও, নড়াইল, দিনাজপুর, সিরাজগঞ্জ, ফেনী, মানিকগঞ্জ, জেলায় মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এর ৬তলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ করা হবে। উক্ত কমপ্লেক্সে ৫০ জন (জেলা পর্যায়ে) শিশুর সুবিধা সম্বলিত ডে-কেয়ার সেন্টারের সংস্থান রয়েছে। গত ০৭/১২/২০২২ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। গত ১২/০৬/২০২৩ তারিখে ২য় পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

গ) **৬০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন (Establishment of 60 Child Daycare Center)** প্রকল্পটি বর্তমানে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এবং জাতীয় মহিলা সংস্থার যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়ন হবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক, জাতীয় মহিলা সংস্থার সভাপতিত্বে গত ১৬/১১/২০২২

		তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়। গত ৩০/০১/২০২৩ তারিখে '৬০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পটির পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে পাওয়া গেছে। গত ২৮/০২/২০২৩ তারিখে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গত ০৮/০৬/২০২৩ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। ঘ) বেসরকারি প্রতিষ্ঠান আগ্রহী হলে এবং জায়গা পাওয়া সাপেক্ষে ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন করা হবে।

মোঃ আবুল কালাম আজা
সহকারী সচিব
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণাল
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরক